কোরআনে হযরত নূহ(আঃ)- ৪

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে,"**কোরআনে হযরত নূহ (আঃ)-৪"**

হযরত নূহ(আঃ) এঁর ঘটনা কম বেশী আমরা জানি। নূহের প্লাবন ও নৌকা সম্পর্কেও আমাদের ধারণা রয়েছে। নূহ ও তাঁর ঈমানদার সাথি ছাড়া সকলকেই আল্লাহ তায়ালা পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। হযরত আদম(আঃ) একটি ইসলামী সমাজ সুস্থ, শান্তিপূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। আদম(আঃ) এর নির্মিত সমাজ ছিল তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের উপর পূর্ণ বিশ্বাসের সমাজ। সে বিশ্বাসের বিকৃতি ঘটে নূহ(আঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বে। এ বিকৃত সমাজকে সতর্ক করার জন্য হযরত নূহ(আঃ) কে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন। তার কওম যেন ফিরে আসে সঠিক পথে। নূহ (আঃ) ৯৫০ বছর তার জাতির কাছে ছিলেন এবং তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন আল্লাহর সাথে শিরক না করার জন্য।

অধিকাংশ তফসীরকারকগণ একমত যে তিনি বর্তমানের ইরাক অঞ্চলে আবর্ভূত হয়েছিলেন এবং তার নৌযানটি জুদি পাহাড়ের এলাকায় এসে থেমেছিল। এবং আল্লাহর ইচ্ছায় প্লাবনের পানি নেমে গিয়েছিল। ধ্বংস করে দিয়েছিলেন আল্লাহ তা'য়ালা পুরো জাতিকে এবং বাঁচিয়ে রেখেছিলেন মুষ্টিমেয় ঈমানদার লোকদেরকে। এই প্লাবনে মৃত্যুর হাত থেকে নূহের ছেলেকেও

আল্লাহ রক্ষা করেননি, কারণ সে ছিল মুষরিকদের অন্তর্ভূক্ত।

১৩টি সুরায় ১১৪টি আয়াতে পবিত্র কোরআনে নূহের কওমের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কয়েকটি খন্ডে এগুলো পেশ করা হবে ইনশাল্লাহ।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আম্বিয়া

১)স্মরণ করো, এর আগে নূহ আমাকে ডেকেছিল। আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে আর তার পরিবার বর্গকে উদ্ধার করেছিলাম মহা সংকট থেকে।

সুরা আম্বিয়া ২১,আয়াতঃ ৭৬

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ

স্মরণ কর নূহকে (আঃ); পূর্বে তিনি যখন আহ্বান করেছিলেন তখন আমি সাড়া দিয়েছিলাম তাঁর আহ্বানে এবং তাকে ও তার পরিজন বর্গকে মহাসংকট হতে উদ্ধার করেছিলাম।

২)আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম এমন একটি কওমের বিরুদ্ধে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আমার আয়াত। তারা ছিল একটি মন্দ কওম, ফলে আমি তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম পানিতে।

সুরা আম্বিয়া ২১, আয়াতঃ৭৭

وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ

এবং আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল, তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়; এ জন্যে তাদের সকলকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সুরা মু'মিনুন

৩) আমি নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার কওমের কাছে। সে বলেছিল , তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব করো। তোমরা কি সতর্ক হবে না?

সুরা মু'মিনুন ২৩ , আয়াতঃ২৩

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ

আমি নূহকে (আঃ) পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট, তিনি বলেছিলেনঃ হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন সত্য মা'বুদ নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?

৪)কওমের কাফির নেতারা বলেছিল , নূহ তো তোমাদের মতো মানুষ সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব চায় । আল্লাহ চাইলে রসুল হিসাবে ফেরেশতা পাঠাতেন।

সুরা মু'মিনুন ২৩ ,আয়াতঃ ২৪

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ

তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা কুফরী করেছিল , তারা বললোঃ এতো তোমাদের মত একজন মানুষ, তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চাচ্ছে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে ফেরেশতাই পাঠাতেন; আমাদের পূর্বপুরুষদের কালে এরূপ ঘটেছে, এ কথা আমরা তো শুনিনি।

৫)কওমের কাফির নেতারা বলেছিল, নূহ আসলে একজন জিনেধরা লোক।

সুরা মু'মিনুন২৩, আয়াতঃ২৫

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ

৬) তখন নূহ বলেছিল,আমার প্রভু আমাকে সাহায্য কর,কারণ আমার কওম আমাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।

সুরা মু'মিনুন ২৩ আয়াতঃ২৬

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ

৭) তখন আমি তাঁকে ওহী পাঠিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলাম, একটি নৌ-যান তৈরী করো , যখন আমাদের নির্দেশ আসবে , এবং চুলা উথলে পানি উঠবে , তখন প্রত্যেক ধরণের জীব একেক জোড়া উঠিয়ে নিয়ো , এবং তোমার পরিবার পরিজনকেও নিও, তাদেরকে ছাড়া যাদের বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত রয়েছে।

সুরা মু'মিনুন ২৩, আয়াতঃ২৭

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۙ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ

৮) অতঃপর তুমি এবং তোমার সাথিরা যখন নৌ-যানে উঠে আসন গ্রহণ করবে, তখন বলবে ,সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের নাজাত দিয়েছেন যালিম কওম থেকে।

সুরা মু'মিনুন ২৩, আয়াতঃ২৮

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

৯)আমার প্রভু আমাকে অবতরণ করাও বরকতময় অবতরণের স্থানে।

সুরা মু'মিনুন ২৩, আয়াতঃ২৯

وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ

১০) এর মধ্যে রয়েছে অনেক নিদর্শন ।আমি তাদের পরীক্ষা করেছিলাম।

সুরা মু'মিনুন ২৩,আয়াতঃ৩০

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ

১১) তাদের পরে আমি অন্য একটি প্রজন্মকে সৃষ্টি করেছিলাম।

সুরা মু'মিনুন ২৩, আয়াতঃ৩১

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ফুরকান

১২) আর নূহের কওমকে যখন তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল রসুলদের , তখন আমি তাদের ডুবিয়ে দিয়েছিলাম আর তাদের বানিয়ে দিয়েছিলাম মানবজাতির জন্য একটি নিদর্শন। আর আমি যালিমদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব।

সুরা ফুরকান ২৫,আয়াতঃ৩৭

وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا

সমস্ত নবীদের একই মিশন ছিল , তাঁর কওমকে এক আল্লাহর দাসত্বের আহ্বান জানানো, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করার দুনিয়াতে জুলুম-অত্যাচার-নিপীড়ণ না করার। কওমের লোক যখন নবীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে এবং কওমের লোকদের সংশোধন হওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গিয়েছিল- তখনই আল্লাহর আযাব ঐ কওমকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এ সমস্ত ঘটনা উল্লেখপূর্বক আল্লাহ তা'য়লা মক্কার কুরাইশদের ও মুশরিকদের সতর্ক বার্তা দিয়েছিলেন।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমরা সময় থাকতে সতর্ক হয়ে যাই। নিজেদের ঈমান ও আমল দুরস্ত করে নিই। মৃত্যু আসার পূর্বেই। মৃত্যুর ফেরেশতা সম্মুখে উপস্থিত হয়ে গেলে তখন আর কোন সময় থাকবেনা ঈমান ও আমল সংশোধন করার। আল্লাহ আমাদেরকে ঈমান ও আমল সঠিক করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

আসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ।

.....